



246311 - মুদ্রার দাম কমে গেলে মোহরানার বাকী রাখা অর্থ পরিশোধ করার পদ্ধতি কি হবে?

প্রশ্ন

যে নারীর স্বামী মারা গেছেন তার মোহরানার বাকী অর্থ হিসাব করার পদ্ধতি দিয়া করে অবহতি করবনে। ১৯৫০ সালে মোহরানার ৬০০ ইরাকী দিনার বাকী রাখা হয়েছিল। আপনাদের জানা রয়েছে যে, ইরাকী মুদ্রার মূল্যে পরবর্তন এসেছে এবং বর্তমানে মূল্য একবোরে পড়ে গেছে। তাই স্ত্রী তার মোহরানা স্বর্ণের দরে হিসাব করার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। উল্লেখ্য, সে সময় এক মছিকাল স্বর্ণের দাম ছিল ২ দিনার। এক মছিকালে ৫ গ্রাম। অর্থাৎ তিনি বর্তমান দরে দেড়ে কলিগোগ্রাম স্বর্ণ দাবী করছেন। যা দিতে গেলে মৃতব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তার পাঁচ সন্তান বঞ্চিত হয়। আশা করি আমাদেরকে জানাবনে যে, এটি কি শরিয়ত অনুযায়ী জায়গে? বাকী থাকা মোহরানার অর্থ হিসাব করার পদ্ধতি কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মোহরানার বাকী অর্থ সব ঋণের মত। মূল বধিান হলো— যাই মুদ্রাতে পরিশোধ করার চুক্তি হয়েছে সেই মুদ্রাতে পরিশোধ করা হবে; এক্ষেত্রে মুদ্রার দর বৃদ্ধি বা কমানের দিকে ভ্রুক্ষেপে করা হবে না। যাহেতু বর্তমানে মুদ্রাটি সচল আছে; অচল নয়।

এটি জমহুর আলমেদরে অভিমত।

আর কিছু আলমেদরে মতে যদি মুদ্রার দাম এত বেশি কমে যায় যে, এক তৃতীয়াংশে পৌঁছে যায় এক্ষেত্রে ঋণের দায় অর্পিত হওয়ার সময় যে মূল্য ছিল সেটা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এখান থেকে সময়টি হচ্ছে বয়রে আকদরে সময়।

আর কিছু কিছু আলমে এক্ষেত্রে সমঝোতা করা ওয়াজবি মরমে মত প্রকাশ করছেন।

ইতিপূর্বে 220839 নং প্রশ্নোত্তরে প্রত্যেক অভিমত দললিসহ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং আমরা উল্লেখ করছি যে, এ অভিমতগুলোর মধ্যে সর্বাধিক অগ্রগণ্য মত হচ্ছে যদি মুদ্রার দাম এক তৃতীয়াংশের পর্যায়ে পরবর্ততি হয় তাহলে মুদ্রার মূল্য পরিশোধ করা কথিবা উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করা ওয়াজবি।

‘জদ্দেদাস্থ ইসলামী ফকাহ একাডেমী’ কর্তৃক বাহরাইনের ফয়সাল ইসলামী ব্যাংকের সহযোগিতায় ‘মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত ইস্যুগুলো গবেষণা করার জন্য অনুষ্ঠিত ‘ফকিহী ইকোনমিক সিম্পোজিয়াম’ এর উপদশোবলীর মধ্যে এসেছে:



“যদি লিনেনদনের চুক্তি করার সময় মুদ্রাস্ফীতি ঘটার সম্ভাবনা না থাকে; কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি ঘটে যায়; সেক্ষেত্রে পরিশোধকালে হয়তো মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান অনেক বেশি হবে কিংবা সামান্য হবে। মুদ্রাস্ফীতি বলিম্বতি ঋণের এক তৃতীয়াংশে পৌঁছে গেলে সেটাই বেশি মুদ্রাস্ফীতি:

১। যদি মুদ্রাস্ফীতি সামান্য হয় তাহলে সেটা বলিম্বতি ঋণে পরবর্তন আনার জন্য কোন নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হবে না। কেননা ঋণ পরিশোধের মূল বধিান হচ্ছে সম ধরণের জনিসিরে মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করা। শরয়ি আইনে এ রকম সামান্য অজ্ঞতা, সামান্য ধোকা ও সামান্য ঠকার বিষয় ক্ষমারহ।

২। যদি মুদ্রাস্ফীতি বেশি হয় সেক্ষেত্রে বলিম্বতে পরিশোধযোগ্য ঋণ বাহ্যতঃ সম ধরণের জনিসিরে মাধ্যমে পরিশোধ করলে ঋণদাতা বড় ধরণের ক্ষতিগ্রিস্ত হয়; যা দূর করা আবশ্যকীয় এই কায়দোর ভিত্তিতে: “ক্ষতি দূর করতে হবে”।

এর প্রতিকার হচ্ছে সমঝোতার শরণাপন্ন হওয়া। মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে উদ্ভূত ব্যবধানকে উভয় পক্ষের মাঝে একটা আনুপাতিক হারে ভাগ করে নেয়া যে অনুপাতে উভয় পক্ষ সম্মত হবে।”[ইসলামী ফকিহ একাডেমীর ম্যাগাজনি (১২/৪/২৮৬) থেকে সমাপ্ত]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে: আমাদের অভিমত হচ্ছে স্ত্রী ও তার সন্তানদের মধ্যে একটা সমঝোতা হতে পারে যাত করে দুই পক্ষ মুদ্রার দাম কমে যাওয়ার পার্থক্যটা সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ভাগাভাগি করে নতিে পারেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।